আব্বাসীয় আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

যে কোনো দেশের অগ্রগতির নির্দেশক হল ঐ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আব্বাসীয় আমলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সন্তোষজনক এবং তা মূলত নির্ভরশীল ছিল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্যে সন্তোষজনক অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপটির বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিল সুন্দর শহর ও রাজধানী বাগদাদনগরী। টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই নগরটি সমগ্র বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন—"হারুন আল রশিদের আমলে বাগদাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করার জন্য ইতিহাস ও রূপকথার সমন্বয় ঘটে।"

সাম্রাজ্যের প্রসারতা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বিভিন্ন বিশাল সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা, সে যুগের শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ, উৎপাদিত দ্রব্যের প্রাচুর্য আব্বাসীয় যুগের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়ে দেয়। এই যুগে জল ও স্থল পথে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল বাগদাদ, বসরা, সিরাজ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি। সুলাইমানের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ভারতীয় উপমাহদেশ ও চিন দেশের সঙ্গে আব্বাসীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। পারস্য উপসাগরের সামুদ্রিক বন্দর সিরাজ, বসরা থেকে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরসমূহ হয়ে মুসলমান বণিকগণ সমুদ্র পথে ভারত, সিংহল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চিন দেশে যাতায়াত করত।

স্থলপথে সমরকন্দ, চিন ও তুর্কিস্তান হয়ে যে বাণিজ্য পথটি বিস্তৃত ছিল তাকে 'বৃহৎ রেশম পথ' বলা হত। চিন দেশের পণ্য দ্রব্যের মধ্যে রেশম ছিল প্রধান তাই এই বাণিজ্য পথটির নাম হয়েছিল রেশম পথ। উটের কাফেলাতে করে পণ্য সামগ্রী এই স্থলপথে যাতায়াত করত। চিন দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে রেশম, রেশমি বস্ত্র, তৈজসপত্র, কালি, সোনা ও রূপার পাত্র এবং দারুচিনি ছিল প্রধান। মুসলমান বণিকগণ খেজুর, চিনি, সুতি ও পশমিবস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও কাচের জিনিসপত্র আমদানি করতেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের সাথেও মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইসের মতে, আরব বণিকগণ খুব সম্ভবত স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলে যেত না বরং এইসব উত্তর অঞ্চলের লোকেরা রাশিয়ার আরবদের সঙ্গে মিলিত হত এবং ব্যবসায়ী পণ্য আদান-প্রদান করত।

আফ্রিকার সাথেও আরবদের স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই অঞ্চল থেকে তারা স্বর্ণ ও ক্রীতদাস আমদানি করত, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গেও আরবদের অবাধ বাণিজ্য চলত এবং এই ক্ষেত্রে ইহুদিগণ, ক্রীতদাস, ব্রোকেড, পশম, তরবারি প্রভৃতি আমদানি

করত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে জাহাজে মিশর হয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত যেত এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সিন্ধুদেশ, দক্ষিণ ভারত ও চিন দেশে যাতায়াত করত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম উন্নতির ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রৌপ্যমুদ্রা দিহরাম ও স্বর্ণমুদ্রা দিনারের মধ্যে আনুমানিক মূল্যের তারতম্য হওয়ায় মুদ্রা বিনিময়কারীর উদ্ভব হয়, যাদেরকে বলা হত শরাফ। নবম শতাব্দীতে এরাই ব্যাপকভাবে ব্যাংকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই সময় বাগদাদে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় অফিস এবং অন্যান্য শহরে শাখা গড়ে ওঠে। এই সকল ব্যাংক থেকে চেক ও ক্রেডিট পত্র দেওয়া হত। সে যুগের এই ব্যাংক ব্যবস্থা এত সুচারুরূপে গড়ে উঠেছিল যে ব্যবসায়ীগণ বাগদাদের চেক সুদূর মরক্কোতে ভাঙাতে পারতেন। বসরাতেও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। ইসলামের সুদের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই সকল ব্যাংকের পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ছিলেন ইহুদি ও খ্রিস্টান।

আব্বাসীয় যুগে অভাবনীয় বাণিজ্যিক উৎকর্ষের প্রধান দুই উৎস ছিল শিল্প ও কৃষি। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, কাচ, কাগজ ও ধাতব দ্রব্য ছিল প্রধান। বস্ত্রের মধ্যে সুতি, সিল্ক ও পশমি সকল প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত হত। এই বস্ত্রের প্রয়োজনীয় সুতা আসত ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে। এছাড়াও বুটিদার কাপড়, গৃহ সজ্জার সামগ্রী কুশন ও কার্পেট ছিল প্রধান। এই সমস্ত বস্ত্রের মধ্যে মিশরের লিনেন, বাইজানটাইন ও পারস্যের সিল্কের জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল। পারস্যের সিল্ক ইউরোপে টায়োটা নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া কুফার সিল্কের রুমাল এবং স্পেনের তাবী সমগ্র ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তবারিস্তান ও আরমেনিয়ার কার্পেটের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া, কাচ শিল্পে সিরিয়া অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করে। ক্রুসেডের সময় থেকেই মধ্য প্রাচ্যে এই কাচ ইউরোপে সমাদৃত হতে শুরু করে। পারস্যের কাসান অঞ্চলে রঙ্গিন টালি নির্মিত হত। ৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে সর্ব প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। মিশর ও মরক্কোয় উন্নতমানের রঙিন কাগজ প্রস্তুত হতে থাকে। মধ্য প্রাচ্যে কাগজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল সমরকন্দ, বাগদাদ, দামাস্কাস ও কায়রো, নূরিয়া ও সুদান অঞ্চলে স্বর্ণ খনি ও ইস্পাত, ও তামার খনি ছিল। নূরিয়ার স্বর্ণ খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা রপ্তানি করা হত। পারস্য উপসাগর মুক্তার জন্য প্রসিদ্ধ এবং মধ্য এশিয়া ও সিসিলিতে উন্নতমানের লৌহ পাওয়া যেত। এই সমস্ত উপাদানের প্রাচুর্যের কারণে ধাতব শিল্প অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করে।

আব্বাসীয় আমলে ইরাকের নদী বিধৌত পলিমাটিতে প্রচুর পরিমাণে বার্লি, গম, খেজুর, তুলা, নানা রকমের ফল ও শাক সবজি উৎপন্ন হত। খোরাসান কৃষির জন্য

বিখ্যাত ছিল। সমরকন্দ ও বুখারাতে প্রচুর পরিমাণে খেজুর, আপেল, পিচ, কমলালেবু, ডুমুর, আঙুর, জলপাই, বাদাম, আনারস এবং উন্নতমানের গোলাপ ও বিভিন্ন সুগন্ধি ফুল জন্মাত। সিরিয়াতে প্রচুর আখের চাষ হত। দামাস্কাস, সিরাজ ও জুর অঞ্চলে গোলাপ, পদ্ম ও অন্যান্য ফুল থেকে নির্যাস ও সুগন্ধি তৈরি হত।

আব্বাসীয় যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ফিসার বলেন, "মধ্য প্রাচ্যের পণ্য দ্রব্যের মান ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং তা এতই মূল্যবান ছিল যে ইউরোপের দেশসমূহ তাদের বিনিময়ে তেমন পণ্য দ্রব্য দিতে সক্ষম ছিল না।" দশম শতকে আব্বাসীয় ব্যবসা-বাণিজ্য উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত হয়, এক্ষেত্রে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাগদাদ নগরীর গুরুত্ব কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

বাণিজ্য পথ ঃ কয়েকটি জিনিস আব্বাসীয় যুগের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথকে প্রশস্ত করেছিল। যেমন প্রসারতা, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা, সেই যুগের শান্তি পরিবেশ, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য, দূরদূরান্তের রাজ্যের সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য, ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্ক।

ব্যাংক ব্যবস্থা ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম উন্নতির ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে ব্যাংক ব্যাবসা গড়ে ওঠে। রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, দিনার-এর মধ্যে মুদ্রা বিনিময়কারীর উদ্ভব হয়। যাদেরকে বলা হয় শরাফ। নবম শতাব্দীতে এরাই ব্যাপকভাবে ব্যাংকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীগণ তাদের মূলধন এখানে জমা রাখতেন। এই সময়ে বাগদাদে অফিস গড়ে উঠত। এই সকল ব্যাংক থেকে ক্রেডিট পত্র ও চেক দেওয়া হত। সেই যুগের এই ব্যাংক ব্যবস্থা এত সুচারুভাবে গড়ে উঠেছিল যে ব্যবসায়ীগণ বাগদাদের চেক সুদূর মরোক্কোতে ভাঙাতে পারতেন। এইভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান উৎস ঃ আব্বাসীয় যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক সম্প্রসারণ উন্নতি কোনো দিনই সম্ভব হত না যদি না তাদের উৎসগুলির প্রাচুর্য না থাকত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান উৎস ছিল শিল্প ও কৃষি। শিল্পজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে কাপড় বা ঐ জাতীয় এবং কাচ-কাগজ ও ধাতব দ্রব্য প্রধান ছিল। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বয়ন শিল্পে সর্বাপ্রেক্ষা বেশি মানুষ কাজ করত এবং এর উৎপাদনও সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। কাপড়ের মধ্যে কাটা কাপড়, জামা কাপড়, গৃহচর্চার সামগ্রী, কার্পেট প্রধান ছিল। সুতি শিল্পে সকল প্রকারের কাপড়ই তৈরি হত। সুতো প্রথম পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে আমদানি করা হত। পরে পূর্ব পারস্য থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম স্পেন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম রাজ্যে তুলোর চাষ আবাদ হত। সমগ্র দেশ জুড়ে কাপড় উৎপন্ন হত তবে

বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে কয়েকটি কাপড় প্রস্তুত হত যেমন—মিশরের [illegible] কাপড়, বাইজানটাইন ও সাসানীয় আমলে পারস্যে সিল্কের কাপড় ছিল বিখ্যাত। পা[illegible] সিল্কের কাপড় পরবর্তীকালে ইউরোপে টাফেটা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনেক [illegible] দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে তৈরি কাপড় ঐ সব স্থানের নামানুসারে এক চুড়িদার কাপড় ঐ [illegible] এলাকার নাম অনুসারে আত্তাবী নামে অভিহিত হত। কুফায় তৈরি সিল্কের কাপড় এখনও কুফিয়া নামে পরিচিত।